বিকাশের পথগুলি পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়ে সংকরায়ণের কিছু উপাদান তৈরি হয়ে উঠেছিল। তিনি এই বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, রেনেল যখন ১৭৬০-এর দশকে বাংলার বিশাল বিশাল জরিপ-মানচিত্র আঁকতে শুরু করেন, তখন কিন্তু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোনো সুষম বা বিস্তারিত মানচিত্র ছিল না। কাজেই আগে-থেকেই তৈরি একটা আস্ত পাশ্চাত্য মডেলকে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। রাজ জোর দিয়েছেন স্থানীয় সংবাদদাতাদের ভূমিকার ওপর, এমনকি তাদের কাজের পদ্ধতির ওপর। এগুলো সবই একটা ছাঁদের মধ্যে আধারিত হয়েছিল। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'বিষমমাত্রিক পারস্পরিকতা' (অ্যাসিমেট্রিক রেসিপ্রোসিটি)।[৭৪]

উনিশ শতকের শেষ দিক আর বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে বিজ্ঞান যে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তার নানান লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনকে আরো কেন্দ্রীভূত করে তোলার তাগিদ জোরদার হয়ে ওঠে, যার ফলে আরো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াপদ্ধতি আমদানি করার, এমনকি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে পদ্ধতি উদ্‌ভাবন করার, প্রয়াস দেখা দিল। একটি গবেষণাতে আরো অনেক বেশি ব্যক্তিগত স্তরে নজরদারি চালানোর বহু নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভবের ধারাটি অনুসরণ করা হয়েছে। এ ধরণের নজরদারি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল, তার কারণ ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে লোকের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে আস্তানা গাড়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে যাওয়ায় সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে দেখা দিয়েছিল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ভয়। যেমন রেলগাড়ি মানুষের চলাচলে সত্যিই একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। এর দরুন শহরে, খনিতে, বাগিচায়, এমনকি বিদেশে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক যাতায়াত করতে লাগল। বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিতে ব্যক্তিপরিচয় যাচিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। বড়ো বড়ো শহরে জন্মমৃত্যুর নিবন্ধীকরণ চালু হয় ১৮৭০-এর দশকে, বিশেষ করে যেহেতু আগের তুলনায় সুসংগঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায়ই বয়সের প্রমাণ দেখাতে হত। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের জন্য ১৮৬০-এর দশকে আর কয়েদিদের চালান দেবার জন্য ১৮৭৫-এ চালু হয় আলোকচিত্র তোলার প্রথা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অপরাধ নির্ণয় আর প্রমাণের জন্য বাংলার পুলিশ ১৮৯০-এর দশকে আঙুলছাপ নেওয়ার পদ্ধতি উদ্‌ভাবন করে। জলপাইগুড়ির এক চা বাগিচা মালিকের খুনের মামলায় দোষ প্রমাণ করার জন্য ১৮৯৮ সালে তারা এ পদ্ধতি প্রথম কাজে লাগায়।[৭৫] এরই পাশাপাশি ১৮৯০

---

[৭৪] এড্‌নি ১৯৯৭: বারো; ২৫ ও অন্যান্য স্থানে; মার্কোভিস, পুশেপাদাস ও সুব্রমনিয়াম ২০০৩-এ কপিল রাজ: ২৩-৫৪।

[৭৫] সিংহ ২০০০: ১৫১-৯৮।

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography